দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০০ ছাত্রীর চৌকস ব্রিগেড ◻ ১২ কোটি টাকার প্রাথমিক নীলনকশা

ক্যাম্পাস স্যাবোটাজ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য

মাহমুদ কাসেম ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। এই হলে ২৩ জুলাই রাতের ঘটনাকে একটি নিখুঁত স্যাবোটাজ হিসেবে বর্ণনা করে গোয়েন্দারা বলছেন, 'এই স্যাবোটাজের মূল টার্গেট ভিসি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী নন, বরং খোদ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তার সরকার।' এটি একটি সম্ভাব্য ক্ষমতার লড়াইয়ের পূর্ব মহড়া। ঘটনার সময় এর নাটের গুরু এবং এর থেকে যারা ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে তাদের তৎপরতার দিকে দৃষ্টি দিলেও এ বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয় বলে তারা আভাস দেন। গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলছে, এই নিখুঁত ক্যাম্পাস স্যাবোটাজের নেপথ্যে একটি প্রতিবেশী দেশের দূতাবাস সরাসরি জড়িত। কমপক্ষে ১২ কোটি টাকা খরচ করে তারা এর প্রাথমিক নীলনকশা প্রণয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০০ ছাত্রীর একটি চৌকস ব্রিগেডকে ছাত্রী নির্যাতনের সেন্সিটিভ ইস্যু তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এদের সঙ্গে আছে আরও কয়েকশ' ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। অনেক উপর মহলে এমনকি দেশের শীর্ষ নির্বাহীর অফিস পর্যন্ত এদের ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ানো। প্রধানমন্ত্রী যখন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে একের পর এক দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তখনই কুচক্রী মহলটি ছাত্রী নির্যাতনের নামে একটি ডার্টি গেম নিয়ে মাঠে নামে। এরা চাচ্ছে, যে কোনো মূল্যে সেন্সিটিভ ইস্যু তৈরী করে রাজনৈতিক চাপের মুখে প্রধানমন্ত্রীকে তাদের আস্থাভাজনদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখতে। সূত্র মতে, এই মহলটিই ভিসি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীকে তাদের হাতের পুতুলের মত নাচিয়েছে এবং একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছে। এরই পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত বলির পাঁঠা হন আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী।

১৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ক্যাম্পাস স্যাবোটাজ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সঙ্গে কথা বলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পাওয়া গেছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করছিলেন তখনই একটি কুচক্রী মহল তার এই শুভ উদ্যোগকে নস্যাৎ করতে এমনকি সম্ভব হলে ক্ষমতার ছক উল্টে দেয়ার নীলনকশা বাস্তবায়নের টার্গেট নিয়ে ক্যাম্পাসে চূড়ান্ত ডার্টি গেম খেলতে শুরু করে। গত ১ অক্টোবরের [illegible] তাদের বলেছে যে, 'গৃহিণীরা তোমাদের তেজ কোথায় গেল।' পুলিশ তাদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের রিপোর্টের পাশাপাশি মন্তব্য প্রতিবেদনের নামে ঘটনার দায়দায়িত্ব এককভাবে ভিসি ও প্রক্টরের ওপর চাপিয়ে মিডিয়া ট্রায়ালের চূড়ান্ত করা হয়। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে লাগাতার ছাত্র বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়, '৯০-এর পরে এ দেশে এত ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ আর হয়নি। অব্যাহত ছাত্র বিক্ষোভের মুখে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করতে [illegible] ছাত্রীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেছে। এ ঘটনার জের ধরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলাকালে একজন শিক্ষককে পুলিশ প্রহার করেছে। সাংবাদিকদের পুলিশ মারধর করেছে। এসবই পুলিশের বাড়াবাড়ি। এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি দেয়াটা খুবই জরুরী।

তবে তারা আরো বলেন, এই ঘটনার সূত্র ধরে যে মিডিয়া ক্যু হয়ে গেল, যেভাবে একটি দল তার রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটা কম ন্যক্কারজনক নয়। এদিকটি বিবেচনায় নিলেই এ ঘটনা যে একটি সুপরিকল্পিত স্যাবোটাজ তা বোঝা যায়। এই শিক্ষকরা বলেন, ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বলে প্রভোস্ট হলে পুলিশ [illegible] আবার তিনিই ছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধার পর সুযোগ মতো সটকে পড়লেন। সেই প্রভোস্টের সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় তেমন কিছু লেখা হচ্ছে না। তার রাজনৈতিক যোগসূত্র কোথায় সেটি খুঁজে বের করলেই এ বিষয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়।

দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শক্তিশালী [illegible]

[illegible]

[illegible]

[